গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ আগস্ট ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জনতার সমর্থনের শক্তিতেই
১৬ আগস্টের বনধ সর্বাত্মক

ডিউটি চলাকালীন আর জি কর হাসপাতালের পিজিটি চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও খুন এবং পুলিশ-প্রশাসনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া ও প্রমাণ লোপাটের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গোটা রাজ্য উত্তাল। ৯ আগস্ট ঘটনা সামনে আসার পর থেকে প্রতিদিন রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন সর্বস্তরের মানুষ। সর্বত্র ন্যায়বিচারের দাবিতে আওয়াজ উঠছে— 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ জুড়ে, দেশের বাইরেও। এই অবস্থায় ১৪ আগস্ট রাতে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলা যখন নানা জায়গায় 'মেয়েরা রাত দখল করো' কর্মসূচি পালন করছেন, সেই সময়ে একদল দুষ্কৃতী আর জি কর হাসপাতালে আন্দোলনরত ডাক্তার-নার্সদের উপর হামলা চালায়, বিক্ষোভস্থলের মঞ্চ এমনকি এমার্জেন্সি সহ হাসপাতালের অন্য বিভাগেও ভাঙচুর চালায়। পুলিশ ছিল নীরব দর্শক।

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির প্রতিবাদে ১৫ আগস্ট এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে পরদিন ১৬ আগস্ট ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। রাজ্য জুড়ে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই ধর্মঘটে সামিল হন। ওই দিন দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য রাজ্যের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, মাত্র একদিনের প্রচার ও প্রস্তুতিতে এমন সফল সাধারণ ধর্মঘট, এই আন্দোলনের প্রতি মানুষের সমর্থনের গভীরতাকেই স্পষ্ট করে।

এ দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। বহু জায়গাতেই বাজার, দোকানপাট বন্ধ ছিল। যেখানে সেগুলি সামান্য যা খোলাও ছিল, ক্রেতাদের ভিড় ছিল না। অধিকাংশ স্কুল-কলেজই বন্ধ ছিল। বহু জেলায় বেসরকারি বাস চলেনি। সরকারি বাস ও ট্রেন চললেও তাতে যাত্রীসংখ্যা ছিল খুবই কম। স্বেচ্ছায় অফিস, কাজের জায়গায় যাওয়া বন্ধ করেছেন মানুষ। বহু জায়গায় এলাকার মানুষ এগিয়ে এসে অটোরিক্সা, টোটোচালকদের অনুরোধ করেছেন গাড়ি না চালাতে। দলের পিকেটিংরত কর্মীদের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন জলের বোতল, খাবার। অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের এ দিন স্কুলে পাঠাননি। কোথাও কোথাও প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন, এমনকি পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। সর্বত্রই মানুষ এই নৃশংস ঘটনা ও পুলিশ-প্রশাসনের জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, রাজ্যে নারী-

পাঁচের পাতায় দেখুন

১৬ আগস্ট সারা বাংলা ধর্মঘটের দিন হাজরা মোড়

কোচবিহার। ১৬ আগস্ট

ধর্মঘটের দিন শুনশান দক্ষিণ কলকাতা

এই জাগরণ আগামীর প্রস্তুতি

এই রাত স্মরণে থাকবে আমাদের, এই রাতকে মনে রাখবে গণআন্দোলনের ইতিহাস। আজথেকে বহু বছর পরে কোনও বর্ষীয়ান মানুষ ২০২৪ এর এই রাতকে মনে করে গভীর আবেগে শিহরিত হবেন, নাতি-নাতনির মাথায় হাত বুলিয়ে পরম তৃপ্তিতে বলবেন, 'জানো তো, সেই রাতে আমরা সবাই মিলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলাম।'

মনে পড়ে যায় ডিকেন্স এর উপন্যাসের বিখ্যাত লাইন— 'ইট ওয়াজ দ্যা বেস্ট অফ টাইমস, ইট ওয়াজ দ্যা ওয়ার্স্ট অফ টাইমস'। সত্যিই এক দিক থেকে এ এক ভয়ংকর দুঃসময়— যখন শহর কলকাতার বুকে অন্যতম প্রধান সরকারি হাসপাতালের মধ্যেই কর্তব্যরত অবস্থায় পাশবিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন চিকিৎসক তরুণী। অন্য দিকে, এ এক

১৪ আগস্ট

উজ্জ্বল সুসময়— যখন বহুদিনের স্থবিরতা, জড়ত্ব, আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপ ভেঙে মানুষ হাত রাখে পাশের মানুষের হাতে, অন্যের যন্ত্রণা নিজের বুকে বহন করে শাসকের বিরুদ্ধে এমন করে সোচ্চার হয় গোটা সমাজ।

এক উজ্জ্বল, মেধাবী, সম্ভাবনাময় সেই মেয়ে, প্রতিদিনের মতোই সেদিনও মা-বাবার স্নেহে ঘেরা গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার প্রিয় প্রতিষ্ঠানে, যেখানে দিনের পর দিন সে পীড়িত মানুষের চিকিৎসা করেছে, মানুষকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে সুস্থ নীরোগ জীবন। সেই পরম নির্ভরতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালেই তার জীবনের এমন মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটল! এই ঘটনা আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের গালে চড় মেরে দেখিয়ে দিয়ে গেল, কোন বিষাক্ত নরকে আমরা বাস করছি! আবার একই সঙ্গে এই মৃত্যু আমাদের ঘুমিয়ে পড়া মনকে, চেতনাকে যেন চাবুকের ঘায়ে জাগিয়ে দিল। নিজেদের অপদার্থতা এবং দায় আড়াল করতে ঘটনার

দুয়ের পাতায় দেখুন

আর জি কর সংলগ্ন স্থানে জমায়েত নিষিদ্ধ
সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ

আর জি কর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় মানুষের প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর প্রতিবাদ করে ১৮ আগস্ট এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন,

আরজি করের ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবিতে মিছিল, মিটিং, ধরনা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করতে পূর্বতন শাসকদের মতোই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চলমান আন্দোলনের মূলকেন্দ্র আরজি কর হাসপাতাল ও তার চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইনের ১৬৩(১) ধারা বলবৎ করেছে। এই পদক্ষেপ তাদের স্বৈরাচারী স্বরূপকেই প্রকাশ করল। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

পাশাপাশি, অবিলম্বে এই স্বৈরাচারী ধারা প্রত্যাহার করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে অপরাধীদের সকলকে গ্রেপ্তার, নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দুষ্টচক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি আমরা করছি।

আগামীর প্রস্তুতি

একের পাতার পর

পরপরই আর জি কর-এর অধ্যক্ষ বলেছিলেন, রাতে একা চলাফেরা করা ওই মেয়েটির দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। এই নির্লজ্জ মন্তব্যের প্রতিবাদে শহর জুড়ে মেয়েরা গর্জে উঠলেন, চলো রাত দখল করি, দলে দলে জোট বেঁধে ছড়িয়ে পড়ি গলি থেকে রাজপথ, সোচ্চারে ধিক্কার জানাই এই জঘন্য মন্তব্যকে, ধিক্কার জানাই পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতাকে, ধিক্কার জানাই সেই সব নেতা-মন্ত্রীদের, ক্ষমতার গদিতে বসে যারা আড়াল করছেন খুনি ধর্ষকদের, জনগণের ভোটে জিতে রক্ষক এর বদলে হয়ে উঠছেন ভক্ষক। ডাক এলো— এসো ফিরিয়ে আনি অধিকার, দখল করি রাত। ১৪ আগস্ট এর রাত জ্বলে উঠল হাজার সূর্যের আলো নিয়ে। সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েরা রাতের শহরে মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন 'রিক্লেম দ্য নাইট' আন্দোলন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাতাত্তর বছর পেরিয়ে ১৪ আগস্টের রাত নতুন করে ইতিহাস তৈরি করল। প্রথমে যে উদ্যোগ সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতার তিন চারটি স্থানে, দ্রুত তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ২০০-২৫০টি আলাদা আলাদা জায়গায় নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে রাত দখলের কর্মসূচি নিয়েছেন সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় ছিল এই গণউদ্যোগ। কলকাতার বাইরে শহরতলি-মফস্সলেও মানুষ সামিল হয়েছেন এমন একাধিক উদ্যোগে। দমদম থেকে যাদবপুর, শ্যামবাজার থেকে বেহালা, বারাসাত থেকে কলেজ স্ট্রিট, রাতের আকাশ কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠেছে, 'আমার বোনের বিচার চাই, ধর্ষক-খুনির শাস্তি চাই, মহিলাদের নিরাপত্তা চাই।' শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে বছর দুয়েকের শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক মা। ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। মাইক হাতে নিয়ে ধরা গলায় বললেন, 'আজ যদি প্রতিবাদ না করি, নিজের চোখেই ছোট হয়ে যাব। এসেছি ওই চলে যাওয়া মেয়েটার জন্য, এসেছি নিজের সন্তানের জন্য।' এক মধ্যবয়স্কা নার্স ফেটে পড়লেন রাগে, 'আমি নিজের পেশাকে ভালোবাসি, সম্মান করি। এমন বর্বরতা কেন ঘটবে সভ্য সমাজে? আমরা বারবার এ ভাবেই প্রতিবাদ করব। যে দল, যে সরকারই এমন কাণ্ড ঘটাক তার বিরুদ্ধে বলব।' মধ্য কলকাতার এক কলেজ ছাত্রী যেতে চাইছিলেন এই জমায়েতে, কিন্তু মা-বাবার অনুমতি চাওয়ার সাহস হচ্ছিল না তার। তাকে অবাক করে দিয়ে মা বলেছেন, 'আজ রাতের জমায়েতে তোর সাথে আমিও যাব। আজ ঘরে বসে থাকলে তোকেও রক্ষা করতে পারব না।' এমন করেই যাবতীয় সংকোচ-ভয়-দ্বিধা কাটিয়ে সেদিন প্রথম পথে নামলেন নানা বয়সের অসংখ্য মহিলা-পুরুষ, প্রথম মুষ্টিবদ্ধ হাত তুললেন আকাশে। পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে গেল পথে নামার আহ্বান। মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের এক অপূর্ব রাত দেখল এই শহর, এই রাজ্য— যেখানে বছর চারেকের ছোট্ট মেয়ে অক্লান্ত হাঁটতে হাঁটতে কচি গলায় স্লোগান তুলল — 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধা ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটলেন, কোথাও অসুস্থ মহিলা হাঁটলেন ক্রাচ, ওয়াকার নিয়ে।

সমগ্র নারীসমাজের পাশাপাশি অপমানিত অবমানিত সকল মানুষের, সবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত দুর্বলের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ অপমান-অসম্মান-বঞ্চনা এই রাতে বাঁধভাঙা জলের মতো নেমে এসেছে রাস্তায়। উঠে এসেছে স্বপ্নদীপের নাম, কিছুদিন আগেই যে কিশোর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে ভয়াবহ র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। শুধু নারীদের আন্দোলন হিসেবেই যা শুরু হয়েছিল, স্বাভাবিক ভাবেই তার অংশ হতে চেয়েছেন, পা মিলিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ, যারা সুস্থ-সুন্দর সমাজ চান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে যারা মহিলাদের সম্পত্তি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে, সহনাগরিক হিসেবে দেখতে চান। যে কোনও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন যে ভাবে চরিত্র, মূল্যবোধ তৈরি করে এ রাতও তার স্বাক্ষর দেখেছে মানুষের হাঁটায়, কথায়, প্রত্যয়ে। বাংলাদেশের আন্দোলনকারী ছাত্ররা স্বৈরাচার বিরোধী লড়াইয়ে নেমে শেখ হাসিনার নামাঙ্কিত হলের নাম পাল্টে বিপ্লবীদের নামে রেখেছেন শান্তি-সুনীতি হল, প্রীতিলতা হল, ইলা মিত্র হল। আর কলকাতার এই আন্দোলন থেকে স্লোগান উঠেছে, 'মাতঙ্গিনী, প্রীতিলতার কসম খেয়ে বলছি ভাই— মধ্যরাতে রাস্তা দখল, স্বাধীনতার দখল চাই।' অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ ভাবেই মিলে গেছে দুই বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠ।

বিপুল আবেগ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়েই মানুষ এই রাত দখলের আন্দোলনে পা মিলিয়েছেন কোনও দলীয় রাজনীতির পতাকা ছাড়াই। কিন্তু একে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সঠিক রাজনৈতিক চেতনা যে দরকার, সে কথাও উঠে এসেছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকেই। এক মহিলা সাংবাদিকের উপলব্ধি— 'এই আন্দোলন কখনওই অরাজনৈতিক নয়, আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনৈতিক মত আছে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন নিজেদের দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে এই আন্দোলনকে ব্যবহার না করতে পারে।' এই খেয়াল রাখতে পারা এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক চেতনার প্রশ্নটি জরুরি। আর জি করের বিচার চাওয়ার সময় আমাদের যেন মনে থাকে ওই কলেজেরই ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাসের কথা।

২০০১-এ তৎকালীন শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের 'সেক্স র‍্যাকেট' সহ নানা চক্র ধরে ফেলায় যাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল হোস্টেলের মধ্যেই। মনে রাখতে হবে স্কুলশিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের কথা, সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের ভয়াবহ অত্যাচার প্রতিরোধে যিনি সুটিয়ায় গড়ে তুলেছিলেন ধর্ষণবিরোধী মঞ্চ, প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকেও। যেন মনে থাকে কাঠুয়া, হাথরস, কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট, দিল্লি, হায়দ্রাবাদের ধর্ষিতাদের কথা। যেন মনে থাকে, দেশ জুড়ে প্রত্যেক পনেরো মিনিটে একজন করে যে নারীরা ধর্ষিতা হয়ে চলেছেন, তাঁদের চোখের জলের কথা। এই আন্দোলন চলতে চলতেই উত্তরাখণ্ডে ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষিত হয়ে খুন হলেন এক তরুণী নার্স। আর জি করের মতো মেয়েদের মরণফাঁদ ছড়িয়ে আছে সারা দেশেই। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় বসে বড় বড় সংসদীয় দলগুলো ধর্ষকদের অপরাধীদের আড়াল করেছে। নেতা-মন্ত্রীরা নির্যাতিতাদের সম্বন্ধে অসংবেদনশীল মন্তব্য করেছেন। এই সব দলের হাত মাথায় থাকায় জঘন্য অপরাধ করেও ছাড়া পেয়ে গেছে কত দুষ্কৃতী। কাজেই আজ তারা মুখে যতই বড় বড় প্রতিবাদের কথা বলুক, মানুষ জানে, কোনওদিন এই গণজাগরণের যথার্থ অংশীদার তারা হতে পারেন না। কিন্তু জানাটুকুই যথেষ্ট নয়।

এ লড়াই যাদের বিরুদ্ধে, তাদের পরিচয় একটাই— তারা শাসক। মনে রাখতে হবে তারা কিন্তু সংঘবদ্ধ। নানা দলের পতাকা নিয়ে নানা রঙের উর্দি পরে সাধারণ মানুষের ঐক্যকে তারা ভাঙতে চাইবে, আন্দোলনকে বিপথগামী করতে চাইবে। এক দিকে ক্ষমতায় বসার জন্য সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেবে, অন্য দিকে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে, পর্ন-সাইট খুলে দিয়ে সমাজবিরোধী ধর্ষক তৈরিও করবে মানুষকে মেরুদণ্ডহীন অমানুষ করে রাখার জন্য। ক্ষমতার রাজনীতির এই দুষ্টচক্রকে শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ততা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আটকানো যাবে না, চাই সংগঠিত প্রতিরোধ। রাত দখলের আন্দোলন ডাক দিয়েছে, 'ঘুমিয়ে বন্ধু পাবে না কখনও জাগবার অনুভূতি, আজকে রাতের এই জাগরণ আগামীর প্রস্তুতি।' ১৪ আগস্ট রাতের কলকাতা প্রতিবাদের যে অপূর্ব নজির তৈরি করল, তাকে রক্ষা করার, এ অসুস্থ সমাজের বদলে নতুন সমাজ আনার লড়াইতে পরিণত করার দায় এবং দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ক্রীড়াপ্রেমীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনে পুলিশের লাঠি। তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

যুব ভারতী স্টেডিয়ামে শান্তিপূর্ণ ক্রীড়াপ্রেমীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার নিন্দা করে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, 'যুব ভারতী স্টেডিয়ামে 'জাস্টিস ফর আর জি কর' দাবিতে ক্রীড়াপ্রেমীদের শান্তিপূর্ণ জমায়েতে পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ ও গ্রেফতার করেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশের লাঠিতে মহিলা সহ বহু মানুষ আহত হয়েছেন। যেখানে পুলিশি ব্যবস্থা করতে না পারার অজুহাতে ডার্বি ম্যাচ বাতিল করা হল, সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের উপর এ ভাবে আক্রমণ করা হল কেন— পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তুলতে চাই।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের লাঠি চালানোর জন্য দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি এবং পুলিশি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সাহসের সাথে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানোর জন্য উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে সরকারের ও পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন করছি।

আশাকর্মীদের নদিয়া জেলা সম্মেলন

১১ আগস্ট শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎস্বর্গ দিবসে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নদিয়া জেলার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগর পৌরসভার দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে।

জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ও অল ইন্ডিয়া স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের অন্যতম রাজ্য নেতৃত্ব ও কোচবিহার আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা রিনা ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নদিয়া উত্তর সংগঠনিক জেলার মিড ডে মিল সংগঠনের পক্ষ থেকে বাৎসোভা বেগম, এ আই ইউ টি ইউ সি নদিয়া জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড দীপক চৌধুরী ও কমরেড প্রবীর দে। মূল প্রস্তাবের উপরে ১৬ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলন থেকে অপর্ণা গুহকে সভাপতি, মাধুরী পাল দত্তকে সম্পাদিকা ও আলেয়া খাতুনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৭৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ঘাটালে মহিলা সম্মেলন

১১ আগস্ট এ আই এম এস এস-এর ঘাটাল ব্লক কমিটির উদ্যোগে মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মনোহরপুর বাজারে এক সভাকক্ষে। নারীর মর্যাদা রক্ষা, সমানাধিকার ও মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে এবং শিশু নারী পাচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে অনিমা মাজীকে সভানেত্রী ও রুমা বেরাকে সম্পাদিকা করে ২৪ জনের সংগঠনের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

নারী নিরাপত্তা ঃ চাই সমাজ মননেরও পরিবর্তন

আর জি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার পর সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় আরও বেশি পুলিশি নজরদারির দাবি জোরালো হচ্ছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনারও জানিয়েছেন, নারী-হিংসার প্রতি পুলিশ 'জিরো টলারেন্স' নিয়ে চলবে। এ কথা ঠিক, নারীরা যাতে অবাধে পথ চলতে পারে, কর্মস্থলে কাজ করতে পারে, তার জন্য পুলিশি নিরাপত্তা সব ক্ষেত্রেই জোরদার হওয়া দরকার। কোনও নারী বিপদে পড়ে ডাকলেই যাতে কাছাকাছি কোনও পুলিশের সহায়তা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা হওয়াও জরুরি। তার জন্য পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো এবং সর্বত্র সিসি ক্যামেরা বসানো দরকার। কোনও অপরাধ ঘটলে তার তদন্তে এই ক্যামেরা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

কিন্তু পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং সর্বত্র সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে কি নারীদের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকা অপরাধ কমানো যাবে? কিংবা নারী নিগ্রহ বা ধর্ষণ-হত্যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া আইন আনার দ্বারা? কী বলছে সরকারি তথ্য? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে প্রতি ১৫ মিনিটে দেশে একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। নির্ভয়া কাণ্ডের পরে প্রবল গণবিক্ষোভের ধাক্কায় আইন বদলেছে, কঠোর হয়েছে সাজা। কিন্তু তার দ্বারা কি পরিস্থিতি বদলেছে? ওই তথ্যই বলছে, ২০২২ সালেও প্রতি ১৫ মিনিটে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যাটা এতটুকু পাল্টায়নি।

অর্থাৎ শুধু আইন দিয়ে, পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে মহিলাদের উপর অপরাধ কমানো যেতে পারে না। তা ছাড়া, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, পুলিশি ব্যবস্থাটিও যেমন একদিকে দুর্নীতিতে ছেয়ে রয়েছে, তেমনই ক্ষমতাসীন দলের অনুগত সেবক হিসাবে কাজ করার অভ্যাস পুলিশকে দলদাসে পরিণত করেছে। এই অবস্থায় পুলিশের পক্ষে স্বাধীন ভাবে কাজ করা যে সম্ভব নয়, আরজিকরে পুলিশি তদন্ত তার টাটকা প্রমাণ। পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলগুলি আজ রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়েছে তাতে দেখা যায় ধর্ষক-খুনিদের বেশির ভাগই এ রকম কোনও না কোনও দলের মদতপুষ্ট। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসকরা শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাদের আড়াল করতেই ব্যস্ত থাকে। তা সে এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারই হোক, উন্নাও, হাথরস, কাঠুয়ার ঘটনায় বিজেপি সরকারই হোক বা পূর্বতন সিপিএম সরকারই হোক।

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ন্যায় সংহিতা আনার সময় পুলিশের হাতে অপরিসীম ক্ষমতা তুলে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে বলেছিল, এর ফলে অপরাধ কমবে। কিন্তু পুলিশ নিজেই যেমন রাজ্যে রাজ্যে নানা অপরাধে অভিযুক্ত, তেমনই অভিযুক্ত ধর্ষক, নারী নির্যাতনকারীদের আড়াল করার জন্য। তা হলে উপায়? মহিলাদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন কি বাড়তেই থাকবে?

মনে রাখতে হবে, পুলিশ, সিসি ক্যামেরার সংখ্যা যতই বাড়ানো হোক, আইনকে যত কঠোরই করা হবে, সমাজে তার থেকে অনেক বেশি হারে বেড়ে চলেছে মহিলাদের উপর অপরাধের সংখ্যা। এবং তা এতই দ্রুত গতিতে যে তার সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাল দিয়ে উঠতে পারছে না, পারবেও না। অর্থাৎ অপরাধের মূল উৎস অপরাধী তৈরির প্রক্রিয়াটিকে বন্ধ না করে শুধুমাত্র তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা বাড়িয়ে তার মোকাবিলা করা যাবে না।

পুঁজিবাদী এই সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষদের আধিপত্য সমাজ জুড়ে। আজও অধিকাংশ পরিবারেই শিশুরা শৈশব থেকেই শেখে মহিলারা পুরুষের থেকে সব দিক থেকেই পিছিয়ে। মহিলামাত্রেই ভোগের সামগ্রী। মহিলারা যে সব দিক থেকেই পুরুষের সমান ক্ষমতার অধিকারী— এই শিক্ষাটাই গড়ে ওঠে না। তাই মহিলাদের সম্মান দিতে, মর্যাদা দিতে তারা শেখে না। বরং একটা বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে ওঠে। এমনকি বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও নিজেদের ক্ষমতা বোঝাতে হামেশাই উল্লেখ করেন যে, তাঁরা চুড়ি পরে থাকেন না। টিভি সিরিয়ালগুলোতে অধিকাংশ নারী চরিত্রকেই দেখানো হয় বস্তাপচা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, পুরুষের নির্দেশে চলা কিছু পুতুল হিসাবে। ব্লেডের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত নারী দেহ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নারীকে ভোগের বস্তু হিসাবে তুলে ধরা হয়। সব সরকারই মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে চলেছে। সমাজমাধ্যমে পর্নোগ্রাফির ছড়াছড়ি। অথচ সরকারগুলি চোখ বন্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ সমাজ পরিচালক যাঁরা তাঁদের মানসিকতাও সমাজ জুড়ে নারীর উপর আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে চলেছে। তাই মহিলারা সহজেই আক্রমণের শিকার হন।

এই যে সমাজ-মানসিকতা— এটা কি আইন করে আর সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে বদলানো যায়? এটা বদলানোর কথা ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে, যেটা ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অর্থাৎ যখন আমাদের দেশে জাতি গড়ে উঠছিল। তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামন্তী পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বদল ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক মানসিকতার প্রসার ঘটানোর অর্থাৎ নারীর মর্যাদা, নারী-পুরুষ সমানাধিকারের বিষয়গুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছে তখন আন্তর্জাতিক ভাবে পুঁজিবাদ তার প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। তার প্রভাব পুরোমাত্রায় পড়েছিল আমাদের দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব তথা কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে পুরনো মনন, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলের কাজটি গুরুত্বহীন হয়েই থেকে গেছে। অথচ একমাত্র এর মধ্য দিয়েই নারী-পুরুষ সমানাধিকার, নারীর প্রতি মর্যাদার মনোভাব সমাজে গড়ে উঠতে পারত। তা না হওয়ার ফলে, নারীর প্রতি সমমর্যাদার মানসিকতা গড়ে না ওঠায়— নারীকে দমন করে, নিষ্পেষণ করে প্রভুত্ব ফলাতে চায়, নারীকে অপমান করেও পুরুষ নিজেকে অপরাধী মনে করে না।

আজ যদি সমাজে নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হয়, মর্যাদা রক্ষা করতে হয় তবে যেমন সর্বত্র পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি করতে হবে, তেমনই নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষাটিকে সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাড়িতে, স্কুল-কলেজ সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে নারীকে সমান মর্যাদায় তুলে ধরতে হবে। আমাদের দেশে নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, নজরুলরা নারীমুক্তির পক্ষে যে উজ্জ্বল শিক্ষাগুলি রেখে গেছেন, সেগুলির গভীর চর্চা আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর নারীর মূল্যে বলেছিলেন, "নারী লইয়া পুরুষের এই যে পুতুল-খেলা, এই যে স্বার্থপরতা, পাশববৃত্তির এই যে একান্ত উন্মত্ততা, সে শুধু নারী জাতিকেই অপমানিত ও অবনমিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুরুষ, ...সমাজকে এবং সমস্ত মাতৃভূমিকে ঐ সঙ্গে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে" *(নারীর মূল্য)*। নজরুল নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'মুছে ফেল যত দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ।" এ একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, মানসিকতা বদলের আন্দোলন। এই আন্দোলন নারী-পুরুষ সম্মিলিত ভাবে গড়ে তুলতে হবে। যে সমাজ প্রতি মুহূর্তে এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জন্ম দিয়ে চলেছে, সেই পুঁজিবাদী সমাজকে বদলে নতুন উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এই আন্দোলনকে। রেনেসাঁর আন্দোলন যেদিন গড়ে উঠেছিল, সেদিন এর মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্খা ছিল। আজও যদি সমাজ মননে বদল আনার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জোরদার করতে হয়, তবে তার মধ্যেও এই সমাজ পরিবর্তনের বিষয়টিকে যুক্ত করতে হবে। তা না হলে প্রবল প্রতিবাদের ফল হিসাবে হয়তো একটা ঘটনায় দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা যাবে, কিন্তু পর মুহূর্তে আরও অজস্র একই রকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার ও শাস্তি চেয়ে প্রতিবাদ করার সময় আমাদের এই কথাগুলিকে মনে রাখতে হবে।

পুজো কমিটিকে অনুদানের পিছনে শুধুই ভোটের হিসাব

এ বছর রাজ্য সরকার দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর অনুদান বাড়িয়ে ৮৫ হাজার টাকা করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করেছে যে, আগামী বছর এই অনুদান একেবারে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হল, কোনও পুজো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকারি অর্থ অনুদান দেওয়া চলে কি? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল কথা হল, সকল ধর্মের মানুষেরই নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা সামাজিক স্তরে উৎসব অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু সরকার কোনও ধর্মের অনুষ্ঠানেই উৎসাহ দেবে না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে গান্ধীবাদীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে মন্তব্য করেছিলেন, "ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের বিষয় হওয়া উচিত। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু ধর্মীয় বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা।" ভগৎ সিংও স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত থাকার মধ্যেই নাস্তিকতার সপক্ষে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অর্থাৎ এঁরা কেউই স্বাধীন ভারতের সরকার ঘটা করে বিভিন্ন ধর্মাচরণে অর্থ ব্যয় করবে এরকম কথা ভাবতেই পারেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ছিল যে, স্বাধীন ভারতের সরকার কোটি কোটি নিরন্ন ভারতবাসীর অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, স্বাধীন ভারতের সরকারি কর্তাব্যক্তিরা বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহদান এমনকি নিজেরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বদলে একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে, 'অমৃত মহোৎসবের' কালে একচেটিয়া পুঁজির নির্মম শোষণের ফলে ভারত ক্ষুধা, দারিদ্রের নিরিখে পৃথিবীতে সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর অন্যতম হলেও, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলোর সে বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। তারা প্রবল উৎসাহে নানারকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অর্থহীন হুজুগে দরাজ হাতে টাকা ঢেলে চলেছে যাতে অসচেতন দেশবাসীর দৃষ্টি তাদের জীবনধারণের মূল সমস্যা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজির সামগ্রিক স্বার্থে দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে ভারতকে একটি হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য মরিয়া হয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে শুধু রামমন্দির তৈরি নয়, নিত্যনতুন অজুহাতে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়ানো এবং মুসলমানদের কোণঠাসা করার চক্রান্ত করছে। শুধু তাই নয়, তারা এমনকি স্কুলস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার গৈরিকীকরণের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকুসংস্কার, তমসাচ্ছন্ন মানসিকতা ও উগ্র হিন্দু ধর্মীয় উন্মাদনার ছাঁচে ফেলে গড়ে তুলতে চাইছে। এখন, পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু ঘটনাচক্রে বর্তমানে বিজেপি ভোটের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই, মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তুমুল বিরোধিতায় গলা ফাটালেও, তাদের হিন্দু ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি

সাতের পাতায় দেখুন

মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ

গুয়াহাটি, আসাম। বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

পাটনা, বিহার

পিলানি, রাজস্থান

পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

নাগপুর, মহারাষ্ট্র

বদলাপুর, উত্তরপ্রদেশ

আগরতলা, ত্রিপুরা

শ্রীনগর গাড়োয়াল, উত্তরাখণ্ড

ভদোদরা, গুজরাট

দিল্লি

আসাম ঃ সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ৫ আগস্ট গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য, প্রখ্যাত জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন আসাম রাজ্য সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চন্দ্রলেখা দাস।

বিহার ঃ ৫ আগস্ট পাটনার শ্রীকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হলে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন দলের বিহার রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড এম কে পাঠক।

গুজরাট ঃ এই উপলক্ষে ৫ আগস্ট গুজরাটের ভদোদরায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ। গুজরাট রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী সভাপতিত্ব করেন।

ত্রিপুরা ঃ মহান নেতা স্মরণে ৫ আগস্ট ত্রিপুরায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে সভা হয়। শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোরের সন্তোষ সভাগৃহে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। প্রধান বক্তা ভাষণে পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু দেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অসাধারণ সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে এই সংকটগ্রস্ত সময়ে নেতা-কর্মীদের কর্তব্য নির্দেশ করেন।

মহারাষ্ট্র ঃ দলের নাগপুর সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে ১১ আগস্ট একটি সমাবেশ হয় শঙ্করনগর চকের রাষ্ট্রভাষা সঙ্কুল হলে। সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রমোদ কাম্বলি। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড বীজেন্দ্র রাজপুত।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঃ কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে পোর্ট ব্লেয়ারে সভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত।

উত্তরাখণ্ড ঃ ১১ আগস্ট শ্রীনগর গাড়োয়ালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত।

উত্তরপ্রদেশ ঃ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে ১১ আগস্ট জৌনপুরের বদলাপুরে সলতনাত বাহাদুর ইন্টার কলেজে সমাবেশ হয়। আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী। সভাপতিত্ব করেন কমরেড জগন্নাথ বর্মা। সভা পরিচালনা করেন কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্য। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড বেচন আলি, কমরেড শৈলেন্দ্র কুমার প্রমুখ।

সফল ধর্মঘট

একের পাতার পর

নিরাপত্তার এই বেহাল দশা মেনে নেওয়া যায় না। আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যান।

এ সত্ত্বেও ধর্মঘটের দিন আন্দোলনকারীদের

বনধ সমর্থককে গ্রেফতার। হাজরা মোড়

প্রতি পুলিশের আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল নির্মম। কলকাতার হাজরা মোড়, বেহালা সহ কোচবিহার, মাথাভাঙা, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ধর্মঘটের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ মিছিলে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায় পুলিশ। বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। পুরুষ পুলিশ মহিলা আন্দোলনকারীদের চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে বীভৎস ভাবে গ্রেফতার করে, অশালীন আচরণ করে। শুধু তাই নয়, বহু জায়গায় পুলিশের সাথে মিলে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরাও আক্রমণ পুলিশের উপস্থিতিতেই মিছিলের পিছনে ধাওয়া করে।

তুফানগঞ্জে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা করে। সাতমাইলে

মহিলা আন্দোলনকারীর উপর পুরুষ পুলিশের নির্লজ্জ হামলা

তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ধর্মঘটের প্রচাররত কর্মীদের খুনের হুমকি পর্যন্ত দেন। মেদিনীপুর শহরে সাদা পোশাকের এক পুলিশ অফিসার এক ছাত্রকর্মীর গলা হাত দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরে যে তার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। রাস্তায় ফেলে মারা, চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। মেদিনীপুরে এক ছাত্রকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাকে শূন্যে তুলে পুলিশ গাড়িতে ছুঁড়ে দেয়। কলকাতায় হাজরা মোড়ে বয়সে প্রবীণ আন্দোলনকারীরাও পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পাননি। বহু জায়গাতেই আইনের তোয়াক্কা না করে পুরুষ পুলিশ নির্লজ্জের মতো মহিলা-কর্মীদের উপর চড়াও হয়েছে। চলেছে ঢালাও গ্রেফতারি। জলপাইগুড়ি ও মেদিনীপুরে গ্রেফতার হওয়া কর্মীদের জামিন দিতে অস্বীকার করে পুলিশ। এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক জানান, ধর্মঘটে ৭০ জন মহিলা সহ দলের ২৬৬ জন কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন। আহত ৩৩ জন, গুরুতর আহত ৯ জন। পুলিশ নিজেই কলকাতা মেডিকেল কলেজে দু'জনকে ভর্তি করেছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নভেন্দু পাল এবং এআইডিএসও-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি সিদ্ধার্থ ঘাঁটা, রাজ্য কমিটির সদস্য সুজিত জানা প্রমুখ। যে পুলিশ-প্রশাসন এই নৃশংস কাণ্ডের প্রমাণ লোপাটের সঙ্গে যুক্ত, যে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর শাসক দলের গুণ্ডাদের আক্রমণের সময় নিষ্ক্রিয় থাকে, তারাই যে ভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচার আক্রমণ চালিয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ধর্মঘট করতে দেবেন না বলে মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তা গণতন্ত্রবিরোধী। সর্বস্তরে এর প্রতিবাদ প্রয়োজন।

হুগলিতে ছাত্র ধর্মঘট সর্বাত্মক। ১৬ আগস্ট

ধর্মঘটে সরকারি কর্মীরা অংশগ্রহণ করলে বেতন কাটা যাবে— এ ঘোষণাও চূড়ান্ত গণতন্ত্রবিরোধী। পরদিন রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেন তিনি। এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এলাকায় এলাকায় সর্বস্তরের মহিলা সহ নাগরিকদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নারী-সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করার ডাক দেন তিনি। জানান, যতদিন না সমস্ত অপরাধীর শাস্তি হয়, যত দিন না চিকিৎসক, ছাত্র-চিকিৎসক, নার্সদের দাবি অর্জিত হয়, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয় এই আন্দোলন চলবে এবং ৩ সেপ্টেম্বর সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ও এ রাজ্যে তা কার্যকর করার বিরুদ্ধে ছাত্র-মিছিলে নারী-সুরক্ষার দাবিটিও ধ্বনিত হবে। ১৭ আগস্ট রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সর্বত্র সভা, বিক্ষোভ মিছিল, পোস্টার লিখে দলের বক্তব্য প্রচারের কর্মসূচি পালন করেন কর্মী-সমর্থকরা।

ডাক্তাররা বিচার চেয়ে রাজপথে। কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার। ১৮ আগস্ট

শ্যামবাজার থেকে আর জি কর, নাগরিক সমাজ রাস্তায়। ১৩ আগস্ট

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জি প্লটে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ

ধর্মঘটে সামিল সিঙ্গুরের মানুষ

চুঁচুড়ায় মিছিল

নদিয়ার কৃষ্ণনগরে পথ অবরোধ

গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ

যন্তরমন্তর, দিল্লি

আগরতলা, ত্রিপুরা

কলকাতায় পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করছে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জুবের রব্বানিকে

প্রতিবাদ দিবসে শিয়ালদহ

ধর্মঘটের দিন কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। মেদিনীপুর

অলিম্পিকে বিনেশ ফোগট ঘটনার তদন্ত হওয়া দরকার

ওজন ১০০ গ্রাম বেশি হওয়ার কারণে প্যারিস অলিম্পিকে কুস্তি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছতে পারেননি দেশের গর্ব বিনেশ ফোগট। ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের সন্দেহ, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি)-র হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রাজেন্দ্র সিং অ্যাডভোকেট ৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, অলিম্পিকে বিনেশ ফোগট দেশের গৌরবের জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভারত সরকার তাঁর পাশে নেই। তিনি বলেন, বিনেশ যখন অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক এক করে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়নি। অথচ বিনেশকে যখন 'ডিসকোয়ালিফায়েড' ঘোষণা করা হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনা গেল এবং দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী বিনেশ ফোগটের জন্য খরচ হওয়া অর্থের হিসাব সংসদে পেশ করলেন। তাঁদের এই আচরণ যথেষ্ট সন্দেহজনক। তিনি বলেন, বিনেশের এই সংকটের সময়ে ক্রীড়ামন্ত্রীর প্যারিসে যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে সব খাদ্য-বিশেষজ্ঞ, ফিজিও-রা গেছেন, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন, যৌন নিগ্রহের অভিযোগে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি, বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে বিনেশ ফোগট দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ায় বিনেশ নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। এবার বিজেপির নেতা ও সংবেদনশীল খেলোয়াড় বিজেন্দ্র সিংও বলেছেন যে, বিনেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমাজে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য এবং খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিনেশ ফোগট যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, এআইএমএসএস মনে করে, তা সকলের জন্য, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রেরণাদায়ক।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কন্ট্র্যাকচুয়াল কর্মীদের সাধারণ সভা

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ, কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের প্রাপ্য বেতন না দেওয়া ও অন্যায় ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং সমকাজে সমবেতন, বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম বেতন সংশোধন, কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের নিয়মিতকরণের দাবিতে ১০ আগস্ট আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ইস্ট লাইব্রেরি হলে। দেড় শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড বঙ্কিম চন্দ্র বেরা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

সভা থেকে কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড গৌরীশঙ্কর দাসকে সম্পাদক করে ৫১ জনের একটি শক্তিশালী রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

'পরীক্ষা যদি বাতিল না করেন, মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে যাব'

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১৬ আগস্ট এআইডিএসও-র ডাকা রাজ্য জুড়ে ১২ ঘণ্টার ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে হুগলি জেলার বৈঁচির বাটিকা হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট সমর্থন করে। তারা শিক্ষকদেরও সরকারি কাজ বয়কট করার আহ্বান জানায়।

ওই এলাকার গোপীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষা ছিল। স্কুলে ধর্মঘট হচ্ছে দেখে অভিভাবকরা এআইডিএসও কর্মীদের কাছে এসে বলেন, 'আমরা চাই আজ পরীক্ষাও বন্ধ থাকুক'। প্রধান শিক্ষককে অভিভাবকরা পরীক্ষা বাতিল করার দাবি জানান। এক অভিভাবিকা বলেন, এই ধর্মঘট আমার মেয়ের নিরাপত্তার প্রশ্নে, তাই আমার মেয়ে আজ পরীক্ষা দেবে না। আর এক অভিভাবক প্রধান শিক্ষককে বলেন, আজ যদি পরীক্ষা বাতিল না করেন তা হলে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাব, তাতে সে যদি একটি বছর বসে থাকে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। অভিভাবকদের এই মনোভাব লক্ষ করে অন্যান্য শিক্ষকরা পরীক্ষা বাতিল করাকে সমর্থন করেন। প্রধান শিক্ষক ধর্মঘট সমর্থন করে পরীক্ষা বাতিল করেন।

ব্যাঙ্কে লাগিয়ে দিন বনধের ব্যানার

বনধের দিন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। এসইউসিআই(সি)-র পিকেটিং-এ থাকা কর্মীদের অনুরোধে শপিং মল দুপুর পর্যন্ত বন্ধ ছিল। টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের স্কুলের গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা জানিয়ে দেন তাদের ব্যাঙ্কে যেন বনধের ব্যানার লাগানো হয়। রায়গঞ্জের গীতাঞ্জলিতে বয়স্ক মানুষজন এসে টোটো, অটো আটকেছেন। পিকেটারদের জলের বোতল এনে দিয়েছেন।

আমার ভুল ভেঙেছে

সল্টলেকের এক চিকিৎসক গণদাবীর প্রতিবেদককে জানান, এক সিপিআইএম সমর্থক তাঁকে বলতেন এস ইউ সি আই (সি) তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনে নেই।

অনেক তথ্য দিয়ে বোঝালেও তিনি বুঝতে চাইতেন না। তিনি বনধের দিন সকালে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বলেন, আমার ভুল ভেঙেছে। বললেন, ইংরেজি পাশ-ফেলের বনধ আমি সমর্থন করেছিলাম। তারপর এইটা।

শেষে বললেন, আমার পার্টি তো এই বনধকে সমর্থন করল না। পরে কোনও এক মিটিং-এ বলবে, এটা ঐতিহাসিক ভুল ছিল।

মনটা সমর্থন করছে আপনাদেরই

ধর্মঘটের দিন সকালে যখন দলের কর্মী সমর্থকরা তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে পিকেটিং করছেন, এক চ্যানেলের রিপোর্টার ডিউটিরত এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করছেন, এত বাস আটকে পড়ছে আপনারা কোনও স্টেপ নিচ্ছেন না কেন? উত্তরে পুলিশ অফিসার বললেন, চাকরির একটা দায় আছে ঠিকই। কিন্তু আরজি করের এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। তাই আন্দোলনের ওপর বলপ্রয়োগে মন মানছে না।

কিছুক্ষণ পরে ওই সাংবাদিক আন্দোলনকারীদের কাছে বলেন, আমাদের একটি প্রাইভেট স্কুল আছে। আমরা আজ সকালেই ওই স্কুল ছুটি দিয়ে এসেছি। আরজিকরের তিলোত্তমার মতো আমার বাড়িতেও তো মেয়ে আছে। প্রতিবাদ জানাতেই হবে।

ধর্মঘটের দিন বিকেলে স্থানীয় এলাকায় নাগরিক সমাজের উদ্যোগে একটি মোমবাতি মিছিলের সময় দলীয় এক কর্মীকে পেয়ে এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হ্যান্ডশেক করে বলেন, এই বনধকে বেশিরভাগ মানুষ ভেতর থেকে সমর্থন করেছেন।

তমলুকের এক স্কুলশিক্ষিকা দলের এক কর্মীকে বললেন, আমি সরাসরি আপনাদের দল করি না । কিন্তু তিলোত্তমার এই মৃত্যু কোনও ভাবেই মানতে পারিনি। তাই আমি এবং আমার স্বামী সরকারি হুমকির সার্কুলারকে উপেক্ষা করে কর্মস্থলে যাইনি। আপনাদের ধর্মঘটে সামিল ছিলাম। দারুন কাজ করেছেন আপনারা।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের এক শিক্ষক দলের এক শিক্ষককে বললেন, আমরা ছা-পোষা মানুষ। সরকারের অধীনে স্বামী-স্ত্রী চাকরি করি। স্কুল আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু মন মানেনি। তাই স্কুল গেটে যখন ধর্মঘটের জন্য ছাত্ররা পিকেটিং করেছে, তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন করেছি। সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে ধিক্কার জানাই।

তোমাদের উপরেই ভরসা

"....ধর্মঘট সফল করতে এদিন সকাল থেকে ফ্ল্যাগ হাতে এসইউসিআইয়ের পিকেটারদের রাস্তায় দেখা গেছে। বাইক, অটো, দাঁড় করিয়ে ধর্মঘট সফল করার আবেদন করছিলেন তাঁরা। ...ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এদিন নিজে থেকে দোকান বন্ধ রেখেছিলেন।

...পথচলতি এক মহিলা ফুলব্যবসায়ী ধর্মঘট সমর্থকদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, 'তোমাদের ওপরই এখন ভরসা। আমরা আর মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে

জলপাইগুড়িতে ধর্মঘটের দিন টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করছে পুলিশ

পারলাম না।" (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ঃ ১৭ আগস্ট ২০২৪)

সঠিক সময়ে আপনাদেরই পাই

বাঁকুড়া জেলার মফঃস্বল এলাকার একজন সক্রিয় সিপিএম কর্মী বলেন, আমরা আজও দলের ডাকে মিটিং মিছিল করি, কিন্তু তা একবারেই গতানুগতিক। গত কাল আপনাদের দলের তৎপর আহ্বানে সারা রাজ্যের সাথে এ জেলাতেও যে ভাবে বনধ সফল করলেন, তা জনমনে বিপুল সাড়া ফেলেছে। আমরাও উৎসাহ উদ্দীপনা পেয়েছি। বর্তমানে আমাদের দলের কাছে এই তৎপরতা দুরাশা।

জেলার প্রখ্যাত এক চিকিৎসকের বক্তব্য, কেন্দ্র রাজ্য আলো করা বড় বড় দল শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে ভাবে ধ্বংস করছে, শিক্ষক চিকিৎসকদের প্রতি পদে অমর্যাদা করে চলেছে, তার ভুক্তভোগী আমরা। একমাত্র আপনাদেরই পাই সঠিক সময়ে আমাদের পাশে। পথসভা চলাকালীন ছাতনা কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রী ডিএসও-র বেশ কিছু লিফলেট নিয়ে বলেন, কলেজে ও গ্রামে দেব। প্রতিবাদে সামিল হব। একজন সাংবাদিক বন্ধুর কথায়, বনধের দিন আমরা দাঁড়িয়ে দেখেছি আপনাদের মহিলাদের ওপর পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে। চেষ্টা করেছি তা খানিকটা জনসমক্ষে তুলে ধরতে।

পাঁশকুড়ায় সুষ্ঠু রেল পরিষেবার দাবি নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের

দিনের পর দিন অস্বাভাবিক দেরিতে ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে, মেচেদা স্টেশন সংলগ্ন কয়েকটি রাস্তা দ্রুত মেরামত সহ স্টেশনের উন্নয়ন, পাঁশকুড়ার কনকপুরে ফ্লাইওভার নির্মাণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি, ভোগপুরে লেবেল ক্রসিং নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবিতে ১০ আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং খড়গপুর ডিভিশনের ডি আর এম কোলাঘাট-মেচেদা-ভোগপুর-পাঁশকুড়া স্টেশন পরিদর্শনে এলে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে তাঁদের দাবিপত্র দেওয়া হয়।

জিএম দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল চালু, সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত ও জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও-র পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন হয় ১১ আগস্ট

আর জি কর ঃ খুদে ফুটবলাররাও রাস্তায়

ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রতিবাদের ভয়ে বাতিল করা হল ডুরান্ড কাপের ডার্বি ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মধ্যে ১৮ আগস্ট ম্যাচ ছিল। দুই দলের সমর্থকরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা সমবেতভাবে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাবেন। এতেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সরকার ডার্বি

বাতিল করে দেয়। তারই প্রতিবাদে ফোরাম ফর স্পোর্টস পারসন্স অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গোষ্ঠ পাল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাব রাস্তায় নামে। খুদে ফুটবলাররা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে মানববন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং স্লোগান তোলে—

আমার দিদির বিচার চাই/সারা দেশে একই স্বর/জাস্টিস ফর আরজি কর

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফোরাম ফর স্পোর্টস পারসন্স অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ডাক্তার অশোক সামন্ত। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গোষ্ঠ পাল মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের চিফ কোচ ও প্রাক্তন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্লেয়ার জুলফিকার আলি, সম্পাদক সামসুল আলম, মন্টু মণ্ডল, আবু সাঈদ প্রমুখ। ডাক্তার অশোক সামন্ত এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশের সমস্ত খেলার মাঠে ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের ভয়ে ডুরান্ড কাপ বাতিলের জন্য রাজ্য সরকারকে তীব্র নিন্দা জানান।

এআইইউটিইউসি-র কলকাতা জেলা সম্মেলন

মালিক শ্রেণির নির্মম শোষণ এবং কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দুর্বার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এ আই ইউ টি ইউ সি-র ২৪তম কলকাতা জেলা সম্মেলন।

১৮ আগস্ট সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরীকে সভাপতি, কমরেড আয়সানুল হককে সম্পাদক, কমরেড বামাচরণ কর্মকারকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ২৭ জনের কমিটি গঠিত হয়।

রেলের সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, যাত্রী সুরক্ষা, দুর্ঘটনা এড়াতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বয়স্ক নাগরিকদের ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার দাবিতে এবং জেনারেল ও স্লিপার কোচ কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও আগামী ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্যের চারটি জায়গায় (কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা ও আসানসোল) বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান, ডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তারই প্রস্তুতিতে শিলিগুড়িতে দেওয়াল লিখন।

খড়গপুরে মহকুমা শাসক দপ্তরে ডেপুটেশন

খড়গপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১০ আগস্ট 'খড়গপুর বাসস্ট্যান্ড উন্নয়ন কমিটি'র পক্ষ থেকে খড়গপুর মহকুমা শাসকের কাছে কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে কয়েকশো স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দাবিগুলি হল, বাসস্ট্যান্ডের মধ্যবর্তী উপযুক্ত কোনও স্থানে বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত যাত্রী-প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করতে হবে, প্রতীক্ষালয়ের ভিতর পর্যাপ্ত বসার জায়গা, আলো, পাখা এবং বাস চলাচলের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা (টাইম টেবিল) বোর্ড লাগাতে হবে, বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে, খড়গপুরের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী বিভিন্ন বাসকে খড়গপুর স্টেশন সংলগ্ন কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে ঢোকা বাধ্যতামূলক করতে হবে, বাসস্ট্যান্ড এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্যের রমরমা বন্ধ করতে হবে।

নেতৃত্ব দেন রঞ্জিত গুপ্ত, সুরঞ্জন মহাপাত্র, ভাস্কর পাতর, শম্ভু কুইলা, সেক জহ্নু, জামির খান, সৈয়দ ফরিদ, সেখ তাহের আলি, সেখ ইসাক, কায়া রাও প্রমুখ। মহকুমা শাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং পূরণের আশ্বাস দেন।

ই-রিক্সা শ্রমিকরা সংকটে

টালিগঞ্জ-গড়িয়া এলাকার রিক্সা চালকরা জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাটারি চালিত এক একটি রিক্সা কেনার জন্য এক-দেড় লাখ টাকা তাঁদের খরচ হয়েছে। লোন করে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তারা রিক্সা কিনে কোনও ক্রমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

বর্তমানে তারা অটোচালকদের বাধা এবং পুলিশের হয়রানির সামনে পড়ছেন। ১৩ আগস্ট গড়িয়া অটোস্ট্যান্ডে চারজন রিক্সা চালককে মারধর করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। নেতাজি নগর থানায় জানানোর পর পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টে পুলিশ পাঁচটি রিক্সা আটক করে রাখে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শত শত রিক্সা শ্রমিক নেতাজি নগর থানা ঘেরাও করেন। ১৪ আগস্ট রিক্সা চালকরা রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের দাবি— গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত রিক্সা চালাতে দিতে হবে, পুলিশের তোলা আদায় বন্ধ করতে হবে, অটোচালকদের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, রিক্সাচালকদের পারমিট ও লাইসেন্স দিতে হবে, ৬ নম্বর বাসরাস্তা পেরিয়ে অলিগলিতে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, খেটে খাওয়ার অধিকার দিতে হবে।

রিক্সাচালক হরেন মণ্ডল, বাচ্চু হালদার, সনৎ পোয়ালী, রাখাল মাইতি, অসীম মণ্ডল, সুব্রত মণ্ডল, সন্তু কয়াল, কাজু সিং, বিজয় বৈশ্যরা ক্ষোভের সাথে বলেন, লোন করে রিক্সা কিনেছি। রিক্সা চালাতে না দিলে লোন শুধবো কী করে? বউ-বাচ্চাকে খাওয়াব কী করে ? এই অবস্থায় রিক্সা চালকরা বুঝতে পারেন তাদের সংঘবদ্ধ হওয়া জরুরি। দাবি করা হয়েছে রিক্সা এবং অটোচালক দুই পেশার খেটে খাওয়া মানুষের দ্বন্দ্ব দূর করতে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

শুধুই ভোটের হিসাব

তিনের পাতার পর

সুকৌশলে এ রাজ্যে হিন্দু স্বার্থরক্ষার ব্যাটনটি বিজেপির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে ব্যবহার করতে চাইছেন। অর্থাৎ, তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের মধ্যেও যারা হিন্দু ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে বিজেপির দিকে ঢলছেন তাঁদের বার্তা দিতে চাইছেন যে, এ রাজ্যে হিন্দুদের স্বার্থও বিজেপির পরিবর্তে তিনিই রক্ষা করবেন। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুত্ববাদীরা যেন, তাঁকেই ভোট দেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির পাল্টা হিসেবে দীঘায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশাল জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করছেন। দুর্গাপুজোয় অনুদানের পরিমাণও বছর বছর বাড়িয়ে যাচ্ছেন। হয়তো শিগগিরই কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোতেও অনুদান দেবেন। এসব ব্যাপারে তাঁর টাকার অভাব হয় না। অথচ, রাজ্য সরকারি কর্মীদের ন্যায্য পাওনা অর্থ থেকে বঞ্চিত করে রাখবার জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্টে লড়ে যাচ্ছেন এবং সে জন্য রাজ্য তহবিলের কোটি কোটি টাকাও খরচ হয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলোর পরিকাঠামোর করুণ অবস্থার কথা সকলেই জানেন। সরকারি হাসপাতালগুলোরও অবস্থা একই রকম। জনবহুল রাস্তা থেকে হকারদের সরাতে হলে চাই তাঁদের উপযুক্ত পুনর্বাসন। অথচ এইসব বিষয়ে উদাসীন থেকে রাজ্য সরকার হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ন সাজার সর্বনাশা খেলায় বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

দুর্গাপুজো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি সমাজের অত্যন্ত আবেগের ও আনন্দের উৎসব ঠিকই। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এই উৎসব আয়োজন করাই বারোয়ারি পুজোর দীর্ঘদিনের প্রথা। যে সমিতির যেমন চাঁদা ওঠে তাঁরা তেমনই জাঁকজমকের আয়োজন করেন এবং সংশ্লিষ্ট পাড়া প্রতিবেশীরা তাতেই আনন্দ লাভ করেন। এই আয়োজনে অযাচিতভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া, রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠান করা রাজ্য সরকারের অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হকারদের পুনর্বাসন, ডেঙ্গু মোকাবিলা সহ অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করতে হবে— জনসাধারণের মধ্য থেকে এই দাবি তুলতে হবে। আশার কথা, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বহু পুজো কমিটি ইতিমধ্যেই সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করার কথা জানিয়েছেন। পুজোর নামে ভোটের টোপ দেওয়ার বিরুদ্ধে উঠছে সচেতন প্রতিবাদ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 4 Bengali Weekly Auguat 23, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

ফুটবলে জিতল ন্যায়বিচারের দাবি

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিং-এর হাজার হাজার সমর্থক রাস্তায় নেমে গিয়েছেন। হাতে হাত ধরে হাঁটছেন। গায়ে জার্সি,

হাতে পোস্টার, কারও হাতে প্রিয় ক্লাবের পতাকা, কারও হাতে জাতীয় পতাকা। পুলিশ বেধড়ক মারছে। গোটা বাইপাস জুড়ে ব্যারিকেড। জার্সি গায়ে দেখলেই আটক করছে। ফুটবলপ্রেমীরা পুলিশের ভ্যান ঘেরাও করে আটক হওয়া সমর্থকদের ছাড়িয়ে নিচ্ছে। অঝোর বৃষ্টি, লাঠি উপেক্ষা করে দফায় দফায় মিছিল হচ্ছে। ফুটবল যেন হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা।

সাধারণত কলকাতা ময়দানে এই দুই প্রধানের মধ্যে ম্যাচকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৮ আগস্টের ডার্বিতে একটাই স্বর— আর জি করের বিচার চাই— ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’। প্রশাসন থেকে জানানো হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে না পারার কারণে এই ম্যাচ বাতিল করা হচ্ছে। অথচ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবলপ্রেমী সমর্থকরা ন্যায় বিচারের লড়াইয়ে যখন নেমেছেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রীড়াপ্রেমীরা স্বভাবতই প্রশ্ন তুলেছেন, পুলিশের অভাবে ডার্বি বাতিল হল, তা হলে আন্দোলন দমন করতে হাজার হাজার সশস্ত্র পুলিশ এল কোথা থেকে? যে সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, দর্শকদের কথায়, ৫০টা ডার্বি ম্যাচ সেই পুলিশ দিয়ে করানো যেত। আসলে এ দিন যুবভারতীর রাজপথে এক ঐতিহাসিক খেলা প্রদর্শিত হল জাস্টিস বনাম ইনজাস্টিসের। একদিকে বন্দুক, লাঠি, রবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস হাতে ধর্ষকের রক্ষাকারী পুলিশ, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স অন্য দিকে প্ল্যাকার্ড হাতে জনতা। মোহনবাগানের জার্সি পরে এক তরুণ কাঁধে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থককে। সে কাঁধে বসে আওয়াজ তুলছে— ‘আমার বোনের বিচার চাই।’ ‘দুই গ্যালারির একই স্বর, জাস্টিস ফর আর জি কর।’ সেই মুহূর্তে নপুংসকের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনতার উপর, নির্মমভাবে লাঠি চালিয়ে রক্তাক্ত করেছে। তবুও লড়তে আসা জনতা লড়াই থেকে পিছিয়ে আসেনি। এ লড়াই তাদের ঘরের মা-বোনেদের ইজ্জত রক্ষার লড়াই। স্লোগান উঠেছে ‘বিচার চাই বিচার চাই, আর জি করের বিচার চাই। আমার বোনের বিচার চাই।’ এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় খালি-পায়ে বুট পরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফুটবল মাঠে লড়াইয়ের কথা। গোরা ফুটবলাররা যেমন করে বুটের আঘাতে রক্তাক্ত করে ভেবেছিল খালি-পায়ে খেলতে আসা গোষ্ঠ পাল, শিবদাস ভাদুড়িদের হারিয়ে দেবে— কিন্তু পারেনি। তেমনি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পুলিশ রক্তাক্ত ক্রীড়াপ্রেমী ছাত্র যুবক-যুবতী বৃদ্ধদেরও প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে সরাতে পারেনি। ডজন খানেক গোল খেয়ে পরাজিত ইনজাস্টিস, জয়ী হয়েছে জাস্টিসের পক্ষে লড়তে আসা জনতা। বিজয়ী জনতা স্লোগান তুলেছে— যে রাষ্ট্র ধর্ষকদের আড়াল করে, সেই রাষ্ট্রই ধর্ষক।

আইনজীবীরাও রাজপথে

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে পথে নেমেছেন আইনজীবীরা। কলকাতা হাইকোর্ট (ছবি), বাঁকুড়া জেলা কোর্ট, বসিরহাট কোর্ট, বারুইপুর কোর্ট সহ রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের আইনজীবীরা ধিক্কার মিছিলে সামিল হন।১৯ আগস্ট

জামিন পেলেন না শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীরা

১৬ আগস্ট সারা বাংলা ধর্মঘটের দিন প্রতিটি জেলাতেই প্রচার মিছিলে হামলা চালিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকদের গ্রেফতার করে তৃণমূল সরকারের পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুরে গ্রেফতার হন ১৪ জন, যাঁদের মধ্যে দু’জন মহিলা। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর আইসি এঁদের বেশ কয়েকজনকে মারধর করেন। রাতের মধ্যে দুই মহিলা কর্মীকে ছেড়ে দিলেও পুলিশ বাকি ১২ জনকে আটকে রাখে। তাঁদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কেস দেয়। তিনদিন পর ১৯ আগস্ট তাঁদের কোর্টে তোলা হলে আদালতের প্রবীণ আইনজীবীরা সহ অধিকাংশ আইনজীবী একযোগে এঁদের মুক্তির দাবিতে সরব হলে বিচারপতি তাঁদের মুক্তির নির্দেশ দেন।

ধর্মঘটের দিন জলপাইগুড়ি জেলার ৩০ জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ষাটোর্ধ্বদের রাতের মধ্যে ছেড়ে দিলেও ২২ জনকে তারা আটকে রাখে। আটক কর্মীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। নিম্ন আদালতে তোলা হলে সেখানে তাঁদের জামিন দেওয়া হয়নি। ১৯ আগস্ট এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এই ২২ জন ছাড়া পাননি। দলের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আসামে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

স্মার্ট মিটার বাতিল, এস্টিমেটেড বিলের নামে গ্রাহক-লুঠ বন্ধ, বিদ্যুতের জীর্ণ তার ও খারাপ ট্রান্সফর্মার পাল্টানো, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও ঘন ঘন লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে ১৫ জুলাই আসামে লক্ষ্মীপুর বিদ্যুৎ দফতরের সামনে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের গোয়ালপাড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে গ্রাহকরা গণবিক্ষোভে সামিল হন। দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ব্যানার হাতে গ্রাহকরা সোচ্চার স্লোগান তোলেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক ইদ্রিস আলি ও কার্যকরী সভাপতি মহঃ ইউসুফ আলি। কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

উত্তরপ্রদেশে কৃষক সম্মেলন

১৬ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের সম্ভল জেলায় এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্মেলনে উপস্থিত কৃষক প্রতিনিধিরা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ।

উলুবেড়িয়ায় বিক্ষোভ সভা

আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীর হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১০ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির উদ্যোগে উলুবেড়িয়া স্টেশনে বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সদস্য সরোজ মাইতি এবং এ আই ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক মহম্মদ মাসুদ। এরপর বিক্ষোভ মিছিল উলুবেড়িয়ার গরুঘাটা মোড় পর্যন্ত যায়। সেখানে বিক্ষোভ সভায় দলের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকার বলেন, ডাক্তার নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করতে হবে।

রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদী রাখীবন্ধন

১৪ আগস্ট রাজ্য জুড়ে কয়েকশো স্থানে যে লক্ষ লক্ষ মহিলা রাতের দখল নিয়েছিলেন তাঁদেরই উদ্যোগে ১৯ আগস্ট সর্বত্র রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান হয়। সামিল হন অজস্র মানুষ। বাম দিকের ছবি কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস। ডান দিকে রাসবিহারী মোড়।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com